দৈনিক সংবাদ
২৩।১২।২০০১
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩......

আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন বই পৌঁছানো নিয়ে
সংশয় দূর করা হোক

পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অথচ আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীদের হ
যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। বিগত কয়েক
ধরে ঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চরম ব্যর্থ
পরিচয় দিয়ে আসছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্বে এসেও শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপ
পায়নি। অতীতে বার বার এ ধরনের ক্ষমাহীন ব্যর্থতা দেখানোর পরও সংশ্লিষ্টরা এ ব্যাপারে বড়
সচেতন হয়েছেন বলে মনে হয় না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন
সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে পারবে কি না তা নিয়ে ছাত্রছাত্রী- অভিভাবকদের মধ্যে স
দেখা দিয়েছে।

খবরে প্রকাশ, একদিকে নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বই ছাপানোর বিষয়ে এখন পর্যন্ত
মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদন না পাওয়ায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স
শিক্ষার্থীদের সময়মতো নতুন বই সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্র
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ব্যাপারে আশাবাদী। কর্তৃপক্ষের মতে, ইতোমধ্যে প্রাথমি
মাধ্যমিক পর্যায়ের পুস্তক ছাপানোর জন্য টেন্ডার আহ্বান, যাচাই বাছাই এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা
প্রকাশক নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাগজের বিষয়ে কর্ণফুলী পেপার মিলের সঙ্গেও
হয়েছে। শুধুমাত্র দুই স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বাকি। কর্তৃপক্ষের
বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলেই ভাল। যদিও এক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। ক
সব সময়ই 'সবকিছু ঠিকঠাকমতো চলছে' এমন একটা মনোভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু বাস্তবে ত
কথার সাথে কাজের বিস্তর গরমিল চোখে পড়ে। এ বছর যেন তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়
প্রত্যাশা।

এ বছর নাকি বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক্রমে প্যাকেজ পদ্ধতিতে পুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব দেয়া হ
অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণীর বই নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করে বিভিন্ন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানকে ছাপানোর দায়িত্ব
হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বই ছাপানোর জন্য এবার ১৫০টি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত
য়েছে। এই পদ্ধতির ফলে গতবারের সীমিতসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপানোর দায়িত্ব দেয়ায় যে
তরি হয়েছিল এবার তা কাটানো সম্ভব হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করছেন। এই আশ
তটুকু বাস্তবায়িত হয় এখন সেটাই দেখার বিষয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য
কাশনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি ১৫টি সাব-ক
াধ্যমে দর নির্ধারণ, টেন্ডার আহ্বান, সরজমিন টেন্ডার আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাচাই বাছা
াজ সম্পন্ন করে প্রকাশকদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। এ পর্যায়ে বাকি রয়েছে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদ

নতুন সরকার দ্রুত এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়ার ব
রবে বলেই আমরা আশা রাখি। বই নিয়ে এবার যেন আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না হয়।